Neeti Gobeshona Kendro 11/16 Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh, ngkbd.org

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

"*Amplifying the Rohingya voices and aspirations*: A Strategic Dialogue Ahead of UNGA 2025"

তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

স্থান: এ টি এম শামসুল হক মিলানায়তন, সিরড্যাপ

আয়োজক: নীতি গবেষণা কেন্দ্র

১৭ সেপ্টেম্বর, বুধবার, নীতি গবেষণা কেন্দ্র সিরড্যাপ মিলানায়তনে রোহিঙ্গা সমস্যার সংকট ও সমাধান নিয়ে দিনব্যাপী এক কৌশলগত আলোচনা আয়োজন করে। আলোচনার শিরোনাম ছিল — "Amplifying the Rohingya Voices and Aspirations: A Strategic Dialogue Ahead of UNGA 2025"।

এতে প্রারম্ভিক বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক কূটনীতিবিদ মোহাম্মদ সুফিউর রহমান। তিনি আলোচনার প্রেক্ষিত তুলে ধরেন এবং সংকট সমাধানে বিভিন্ন প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, আরাকান আর্মি এবং এসএসপিসিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে মিয়ানমারে নাগরিকত্ব, ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক শ্রম ও জোরপূর্বক নিয়োগ বন্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে; তাদের চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আস্থা তৈরির জন্য আইডিপি ক্যাম্প ভেঙে ফেলা, রোহিঙ্গাদের জমি ও সম্পত্তির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, স্থানীয় সংস্থা ও কাউন্সিলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ দেওয়া এবং সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও পুনর্মিলনের বিষয়ে রোহিঙ্গা, রাখাইন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপ আয়োজন করা জরুরি।

প্রথম সেশনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ফ্যাসিবাদী শাসনামলে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা নীতি প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। রোহিঙ্গা সমস্যাকে আমাদের বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে। এটি শুধু মানবিক সমস্যা নয়, বরং একটি রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যা। এটি একটি ভূরাজনৈতিক সমস্যাও বটে। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে।

দ্বিতীয় সেশনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ভুল হবে। এটি একটি মানবিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা। রোহিঙ্গারা একটি নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মায়ানমারে বসবাস করছে। বার্মা সরকার তাদের পরিচয়ে ধর্মীয় রঙ দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সমাজের জন্য এটি মানবিক সমস্যা। জাতিসংঘের সক্রিয় সদস্য, আন্তর্জাতিক সমাজের দায়িত্বশীল অংশ এবং বাংলাদেশের নৈতিক দায়িত্ব হলো এই সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজা।

নেক্সাস ডিফেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর প্রেসিডেন্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ হাসান নাসির বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সহায়তার হাত বাড়িয়ে না দিলে সবচেয়ে বিপদের মুখে পড়বে নারী, শিশু ও প্রবীণরা। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন কোনোভাবেই জোরপূর্বক হওয়া যাবে না; বরং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কেবল স্বেচ্ছায় ফিরতে চাইলে তারা ফিরবে। আর এই প্রত্যাবর্তন অবশ্যই হতে হবে স্থায়ী ও টেকসই। এজন্য মিয়ানমারের ওপর তীব্র কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা জরুরি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের সহায়তা দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই হবে। একই সঙ্গে মিয়ানমার সরকারকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

অনুষ্ঠানের শেষে ঢাকা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন নীতি গবেষণা কেন্দ্রের ট্রাস্টি ড. মাহবুবুল হক (শিক্ষক ও গবেষক, ইউনিভার্সিটি সুলতান জয়নাল আবেদীন, মালয়েশিয়া)। ঘোষণাপত্রে রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে স্থানীয় ও জাতীয় পরামর্শ সভার মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। এতে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায় ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা, চলাচলের স্বাধীনতা, সম্পত্তি ফেরত এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে প্রত্যাবাসন সম্ভব নয়। মানবিক সহায়তা, নারী ও যুবকদের সম্পৃক্ততা, অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের ঐক্য এবং আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির গুরুত্বও উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি ন্যায়বিচার, আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতা এবং গণমাধ্যমের নিরপেক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অ্যালায়েন্সের (আরনা) চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বলেন, রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতিসংঘের ৩০ সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গা বিষয়টি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা ড. ইউনুস এবং তার সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মূলত কোনো রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া কোনো ধরনের প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানের শেষ সেশনের এর প্রধান অতিথি বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্র সচিব ড. নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা বিশ্বাস করি এই ঢাকা ডিক্লারেশন সামিনের জাতিসংঘ সম্মিলনীর খুলে উপকারী একটি উপকরণ হবে কারণ এটি রোহিঙ্গাদের কণ্ঠস্বর ও বাংলাদেশের সুশীল সমাজের বক্তব্য সুন্দরভাবে তুলে এনেছে। আমি মনে করি বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি বাংলাদেশ- মিয়ানমার স্টাডি সেন্টার গড়ে তোলা উচিত যা দুই দেশের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সেলের সদস্য মিসেস শামা ওবায়েদ উল্লেখ করেছেন যে এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং উল্লেখ করেছেন যে বিএনপির প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ে কিছু প্রত্যাবাসন ঘটেছে, এবং তিনি শেষ সরকারকে দোষারোপ করেছেন যারা গত ৮ বছরে কিছুই করতে পারেনি। কেবল ভ্রমণে অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল কিন্তু কিছুই অর্জন করা হয়নি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে গত কয়েক বছরে বিশ্বব্যাপী শরণার্থী ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং সামরিক ব্যয় বেড়েছে। তিনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে রোহিঙ্গা সমস্যা তুলে ধরার জন্য ড. ইউনূসের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মিসেস শামা বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিএনপি সর্বদা সোচ্চার থেকেছে, রোহিঙ্গা জনগণের জীবিকা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা কীভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে তা তুলে ধরেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং এটি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সমর্থন চেয়েছেন।

জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতা জনাব এহসান জুবায়ের রোহিঙ্গা সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, যেখানে জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীনকে এই ইস্যুতে জড়িত হতে হবে এবং একটি বুদ্ধিদীপ্ত সমাধানের প্রয়োজন। তিনি এতে ভারত ও চীনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি রোহিঙ্গা নিধন এবং দেশত্যাগকে ফিলিস্তিন সমস্যার সাথে তুলনা করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

দৈনিক প্রথম আলোর কূটনৈতিক প্রতিবেদক জনাব রাহিদ এজাজ ২০১৭ সালে শুরু হওয়া রোহিঙ্গা যাত্রা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন, যেখানে তিনি মানবিক বিপর্যয় থেকে আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বাস্তবায়িত নীতি এবং বাস্তবতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দেন, বিশেষ করে চীন কর্তৃক তাড়াহুড়ো করে চাপিয়ে দেওয়া প্রত্যাবাসন চুক্তির ক্ষেত্রে। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থল বাস্তবতা বোঝার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এজাজ প্রত্যাবাসনের জন্য সম্ভাব্য কোভিড-পরবর্তী উদ্যোগের কথাও বলেন, সতর্ক করে দেন যে, স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য তরুণদের মধ্যে ক্ষীণ আশা তাদের জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে যদি একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা না করা হয়।

এছাড়া অনুষ্ঠানে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। জাতিসংঘের আসন্ন রোহিঙ্গা সংক্রান্ত কনফারেন্সকে সামনে রেখে এই কর্মশালা আয়োজন করে নীতি গবেষণা কেন্দ্র।